যুগান্তর

দক্ষ জনশক্তি গড়তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

শিক্ষামন্ত্রী

প্রকাশ : ০৭ মার্চ ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেছেন, তরুণরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নেবে। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, দেশের শিল্প ও সেবা খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বুধবার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দীপু মনি। এতে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্যার রিচার্ড জে. রবার্টস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ভিসি অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম, প্রোভিসি (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক গিয়াস ইউ আহসান, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি আরও বলেন, উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার অনেকগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। দেশের শিল্প ও সেবা খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতির পিতার অবদান পড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ব্যবসার জন্য চলতে পারে না, সবাইকে আইন মেনে চলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিত করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বিষয় বাছাই, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি অব্যাহতভাবে উন্নত ও যুগোপযোগী করতে হবে। শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে সেবার মানসিকতা নিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। জঙ্গি ও মাদকমুক্ত থাকতে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

স্যার রিচার্ড জে. রবার্টস বলেছেন, ভাগ্য ও ব্যর্থতা মানুষের জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এসব কারণে সাফল্য আসে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। ব্যর্থতাকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, যদি কেউ ব্যর্থ না হয়, তাহলে শিখতে পারবে না।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে স্যার রবার্টস বলেন, সবারই ভাগ্য আছে। তবে এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা সবাই ভাগ্যবান। কারণ অর্থের অভাবে বা অন্য কারণে অনেককে সেমিস্টার ড্রপ দিতে হয়েছে। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছেন না- এমন শিক্ষার্থীও আছেন।

তিনি বলেন, আমি যখন ৮-৯ বছরের শিশু ছিলাম তখন গণিতবিদ হতে চেয়েছিলাম। তবে রসায়ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করলাম। শেষ বছরে মলিকুলার বায়োলজি পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম ও সফল হলাম। এসব ভাগ্যের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ভাগ্যের ভূমিকা উল্লেখ করে স্যার রিচার্ড জে. রবার্টস বলেন, ৯/১১ ওয়ার্ল্ড ট্রেড টাওয়ারে যে বিমান দিয়ে হামলা করা হয়েছিল সে বিমানে আমি টিকিট বুক করেছিলাম। কিন্তু দুই সপ্তাহ আগে আমার নির্ধারিত বৈঠকটি একদিন আগে নিয়ে আসি এবং একদিন আগেই ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছায়। যদি মূল পরিকল্পনামতো আমি ওই বিমানে উঠতাম তাহলে আজ এখানে উপস্থিত থাকতে পারতাম না।

ব্যর্থতাকেও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আখ্যা দিয়ে জে. রবার্টস বলেন, যদি তুমি ব্যর্থ না হও, তবে তুমি শিখতে পারবে না। উদ্যোক্তাদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ব্যর্থ হতে হতে তারা সফল হয়েছেন। গবেষণার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, বেশিরভাগ আবিষ্কার হয়েছে ব্যর্থতা থেকে। নোবেল পাওয়ার জন্য আমি কিছু ব্যতিক্রম করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটাতে ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গিয়ে নতুন ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছি। এ কারণে নোবেল পেয়েছি। অর্থাৎ ব্যর্থতা আমাকে নোবেল পেতে সহায়তা করেছে। আমি এক্ষেত্রে ভাগ্যবান।

তিনি বলেন, প্রায় বেশিরভাগ নোবেল বিজয়ীর ক্ষেত্রে ভাগ্য সহায়ক হয়েছে। তারা একটি বিষয় খুঁজতে গিয়ে অন্য বিষয় আবিষ্কার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করে জে. রবার্টস বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশসহ অনেক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে, নিচু এলাকা পানিতে তলিয়ে যাবে। অথচ ট্রাম্প বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ক্ষতির সম্পর্কে বিশ্বাস করে না, এটা হাস্যকর। আলোচনার জন্য বিষয়টিকে রাজনীতিবিদদের সামনে আনতে হবে। তরুণরা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম সমাবর্তনে ৩ হাজার ৪৮৬ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে সনদ তুলে দেয়া হয়। এর মধ্যে মেধাবী দু'জন শিক্ষার্থীকে চ্যান্সেলর এবং নয়জনকে ভাইস চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক দেয়া হয়।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।